গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | ওবায়দুল কাদের এমপি<br>মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় |
| তারিখ | : | ২৭-০৫-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ |
| সময় | : | ১১:০০ ঘটিকা |
| স্থান | : | ফেনী সার্কিট হাউজ |
| উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট- ক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর পবিত্র রমজান ও আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে মহাসড়কে যানজট ও বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

২। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ফেনি-২ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব নিজাম উদ্দিন হাজারী, সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩২ এর মাননীয় সাংসদ জাহানারা বেগম এমপি, প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ডিআইজি রেঞ্জ চট্রগ্রাম, প্রতিনিধি চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জেলা প্রশাসক, চট্রগ্রাম, ফেনি, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর পুলিশ সুপার(হাইওয়ে), কুমিল্লা, চট্রগ্রাম ফেনি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, স্থানীয় পৌর মেয়রসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মালিক/শ্রমিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন যে, আসন্ন ঈদ-উল ফিতরকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে ৩টি সভা করে সড়ক/মহাসড়কে যানবাহন নিরবচ্ছিন্ন/সচল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফেনিতে আজ যানজট বিষয়ে সমন্বিত সভার আয়োজন করা হয়েছে। এটি ঈদ প্রস্তুতিমূলক ৪র্থ সভা। সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে এবারে অর্থবহ সভার আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন স্পটে সভা করে অনেক বেশি সফলতা অর্জন সম্ভব। এ কারণেই ইতোপূর্বে গাজীপুরের কালিয়াকৈর, মেঘনার টোল প্লাজা ও ভুলতা ফ্লাইওভার প্রকল্প স্থানে সভা করা হয়েছে। এ সকল সভায় মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় নের্তৃবৃন্দকে একাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফেনি থেকে চট্রগ্রাম পর্যন্ত সড়কের যানজট নিরসনে করনীয় নির্ধারণই আজকের সভার মূল লক্ষ্য। রমজান মাস, তবুও স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে এ ধরণের সভায় অংশ গ্রহণের জন্য সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এ মহাসড়কে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ চলমান রয়েছে যা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। এ সড়কের ওভারপাসগুলো নির্মাণে সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। ইতোমধ্যে টিএনও,ওসি'দের নিয়ে ৩টি সভা করা হয়েছে। উক্ত সভাগুলোতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে যা সর্ব ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে কোন প্রকার যানজট হবে না।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-10

সভাপতি, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধু বাহ্যিক রং লাগিয়ে ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় নামানো যাবে না। গাড়ি রাস্তায় অচল হয়ে পড়লে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হতে পারে। রেকার দিয়ে সরাতে সময়ের অপচয় হয় এবং সাধারণ জনগণের এতে ভোগান্তি বাড়ে। তিনি আরও বলেন, অতি মুনাফা লাভের আশায় বিরতিহীনভাবে বিশ্রামহীন/ক্লান্ত ড্রাইভার দিয়ে ২৪ ঘন্টা গাড়ি চালাতে দেয়া যাবে না । তিনি মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের অতিরিক্ত ট্রিপ দিয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের মনোভাব পরিহার করার অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত ট্রিপে বিরতিহীনভাবে একই গাড়ি দীর্ঘ সময় ইঞ্জিন চালু থাকায় হঠাৎ বিকল হয়ে রাস্তায় বন্ধ হয়ে গেলে তখন ভাল/ সচল গাড়িও রাস্তায় চালানো যায় না ।

সভাপতি উপস্থিত জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন, পুলিশ বিভাগ যানজট নিরসনে যথেষ্ট পরিশ্রম করে থাকে। সড়ক মহাসড়কে যে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্য পুলিশকেই সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে হয়। কোনো ভাবেই রং সাইড দিয়ে গাড়ি চালাতে দেয়া যাবে না। প্রভাবশালী কোনো নেতা, এমপি মন্ত্রী যে-ই হোক, নিয়ম মেনে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলতে সবাইকে বাধ্য করতে হবে। উল্টো পথে চলতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষের যাত্রায় দুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সভাপতি সিভিল প্রশাসনকে তাদের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি, সম্প্রতি মেঘনা ও গোমতি টোল প্লাজা পরিদর্শন করেছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন । টোল প্লাজায় সমস্যা আছে এ গুলো সংস্কার করে এর আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। নির্ধারিত টোলের সমপরিমান অর্থ ভাংতি না থাকলেই সময় ক্ষেপন হয় বেশী যা যানজটের অন্যতম কারণ। প্রতিটি গাড়ি বুথে ১.০০মিনিটের বেশি দাঁড়াবে না। তিনি যানবাহনে নির্ধারিত টোলের সমপরিমান টাকা ভাংতিসহ বুথে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এ বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে বিআরটিকে নির্দেশনা দেন।

সভাপতি আরও বলেন যে, দেশ আজ উন্নয়নের ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এ উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন। যে কোন ব্রীজ/কালভার্ট/ স্থাপনা নির্মাণকালে কিছুটা যন্ত্রণা আছে যা সহ্য করার মত আমাদের মানসিকতার অভাব রয়েছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে ২২টি ব্রীজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ঈদের আগেই তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে। এগুলো এদেশের জনগণই ভোগ করবে। এ প্রসংগে তিনি বলেন, দেশ ও জনগণের মঙ্গলে নিঃস্বার্থভাবে জীবনের অধিকাংশ সময় পার করেছি। দলের সাধারণ সম্পাদক হয়েও অর্পিত দায়িত্ব কখনো অবহেলা করিনি। ভবিষ্যতেও সুস্থ থাকলে কোনো দায়িত্ব থেকে সরে যাবার ইচ্ছে নেই। তিনি বলেন, দেশের মানুষের ট্যাক্স এর টাকা চুরি করা অমার্জনীয় অপরাধ। প্রত্যেককেই বিবেকের অনুশাসন মেনে চলা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সততা আজ বিশ্ব স্বীকৃত। টোল প্লাজায় অহেতুক হয়রানী বন্ধ করতে হবে। সারা দেশে সুন্দর সুন্দর ফ্লাইওভার হচ্ছে, পদুয়ার বাজার সেনাবাহিনী দায়িত্ব নেয়ার পর এখন নিরবচ্ছিন্নভাবে যানবাহন চলাচল করছে। ফতেহপুরেও এখন কোনো যানজট নেই। ঈদের আগেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি জনগণকে ধৈর্য না হারানোর অনুরোধ জানান।

তিনি আরও বলেন যে, ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে ৩টি ব্রীজের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। পৃথিবীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পাদিত এ ব্রীজ ৩টির কাজ আগামী ডিসেম্বার/১৮ এর মধ্যে শেষ হবে। নির্ধারিত সময়ের ৬মাস আগেই নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় এতে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে যা ইতিহাসে বিরল। এটা অত্যন্ত চেলেঞ্জিং কাজ। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের আহবান জানান।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd || date: 2018-06-10

সভাপতি আরও বলেন তরুন'রা জাতির ভবিষ্যত। সুনামির মত মাদক এদেশে ঢুকে পড়েছে, মাদকাসক্তে তরুন সমাজ আজ ধবংসের পথে। দলমত নির্বিশেষে তরুনদের মাদকের ছোবল থেকে বাঁচাতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের মাদক বিরুধি অভিযানে সাধারণ মানুষ খুশি। তিনি পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের কে কোন প্রকার মাদক যানবাহনে পরিবহন না করার অনুরোধ জানান।

৪। ফেনী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নিজাম হাজারী সভা অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে ফেনি-চট্রগ্রাম মহাসড়কে ফ্লাইওভার, ওভারপাস নির্মাণে পরিচ্ছন্ন কাজের জন্য সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেন। তিনি মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, ঢাকা –চট্রগ্রাম মহাসড়কে অতিরিক্ত ওজনবাহী যান চলাচলের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই সড়কগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ ওভারলোড নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী পালনে তারা সচেষ্ট রয়েছেন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৫। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বলেন যে, যানজট নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একাধিক সভায় অংশগ্রহণ করে সড়ক মহাসড়কের যেখানে যে সমস্যাবলী রয়েছে তা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি সওজ এর প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে সংস্কার কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। আগামী ৮ জুন, ২০১৮ এর মধ্যে সকল মেরামত, নির্মাণ /পুনঃ নির্মান কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রকৌশলীদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর /সংস্থার/ বিভাগের সহযোগিতা পেলে যাবতীয় সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। সারা বাংলাদেশে ২৩টি পয়েন্টে Excel Load মেশিন বসানো হয়েছে। তবে এ যন্ত্র ব্যবহারকারীদের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে চলাচল করলে এ যন্ত্র বসানোর উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। তিনি এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের পক্ষ হতে যথাযথ সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করেন।

৬। ডিআইজি চট্রগ্রাম রেঞ্জ বলেন যে, পুলিশ বিভাগ মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। ইতোমধ্যে সভা করে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সড়ক মহাসড়কের সবকিছুই পুলিশকে দেখতে হয়। যে কোন বিশৃঙ্খলা রোধ করা পুলিশের নৈতিক দায়িত্ব। সুনিদিষ্ট আদেশ –নির্দেশ না থাকলে পুলিশ রাস্তায় কোনো পরিবহন যান থামাবে না। রং সাইড দিয়ে চলাচল কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সড়কে কোন গাড়ি নষ্ট হলে তা তাৎক্ষনিকভাবে অপসারণের জন্য রেকার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ফিটনেসবিহীন গাড়ি, ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ এবং গাড়িতে মাদকদ্রব্য পরিবহন ইত্যাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৭। চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন যে, চট্রগ্রাম বন্দর একটি ব্যস্ততম বন্দর। প্রতিদিন ৭০% হতে ৯৪% কনটেইনার এ বন্দর হতে সড়কপথে ঢাকা গামী হয়ে থাকে। বর্তমানে ২৬ লক্ষ কনটেইনার বছরে লোড হয়। এ বন্দরে এসব কন্টেইনার প্রাইম মুভারের পরিবর্তে কার্ভার্ড ভ্যানে মালামাল পরিবহন করায় মহাসড়কে গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যায় এবং যানজট বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলেন যে বন্দর কর্তৃপক্ষ মালামাল ডেলিভারী দেয়ার জন্য ২৪ ঘন্টার জন্য প্রস্তুত থাকে কিন্তু আমদানীকারকগণ রবিবার হতে তাদের ডেলিভারী কার্যক্রমে অনাগ্রহী হওয়ায় সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে যানজট বাড়ে।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-10

৮। পুলিশ সুপার ফেনী বলেন, মহাসড়কে যানজট নিরসনের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত আছে। রেঞ্জ ডিআইজি ইতোমধ্যে সভা করেছেন পুলিশের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। টোল প্লাজার কার্যক্রমও বিশেষ প্রক্রিয়ায় মনিটর করা হচ্ছে।

৯। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চট্রগ্রাম বলেন যে, টোল প্লাজার Excel Load এর সঠিক সীমা কত হবে সে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন। ওভারলোড নিয়ন্ত্রনে এই ধরণের সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী এতদসংক্রান্ত নীতিমালার সাথে সমন্বয় করার পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া অতিরিক্ত ওজন বাহী পরিবহণের বিরুদ্ধে মোবাইলকোর্ট পরিচালনার অনুরোধ জানান।

১০। নোয়াখালী জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হাজী মোঃ আবুল বাহার বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর জনকল্যানমূলক কাজে পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন অত্যন্ত সন্তুষ্ট। বিশেষ করে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তারা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তদুপরি তাদের বক্তব্যে নিম্মোক্ত দাবিগুলো সভায় তুলে ধরা হয়ঃ

(১) ট্রাক চলাচলের জন্য পৃথক লেন তৈরি;

(২) ঢাকা -আরিচা রোডের ন্যয় ঢাকা- চট্রগ্রাম মহাসড়কে একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ;

(৩) ফৌজদারহাট হতে চট্রগ্রাম বন্দর পর্যন্ত মহাসড়কের ডিভাইডার নির্মাণ;

(৪) ওভারলোড গাড়ীগুলোকে মাঝপথে না ফিরিয়ে উৎস স্থল হতে নিয়ন্ত্রণ;

(৫) ব্রাহ্মবাড়িয়াতে একটি ওজন স্টেশন স্থাপন করা;

(৬) লোডিং পয়েন্টে ওভার লোড নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা;

(৭) সরকারী সকল সংস্থার অধীনে নির্দিষ্ট ওজনের অতিরিক্ত মালামাল লোড না দেয়া হয় এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা;

(৮) প্রধান সড়ক বাদ দিয়ে পার্শ্বে বাইলেন নির্মাণ করে ওজন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা;

(৯) হাইওয়ের পার্শ্বে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্রাক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা;

(১০) রাস্তায় যত্রতত্রভাবে গাড়ির কাগজপত্র চেকের নামে শ্রমিক হয়রানী বন্ধ করা।

১১। উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যানজট এবং সড়ক নিরাপত্তা ও মেরামত বিষয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। উক্ত আলোচনা ও প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত থেকে নিম্মোক্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হয়ঃ

- অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন রাস্তার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে;
- ওজনস্কেলের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি;
- টোল বুথের সংখ্যা অপ্রতুল এবং টোল পরিশোধের সময় অর্থ পরিশোধে সমপরিমান অর্থ ভাংতির সংকট;
- আসন্ন ঈদের সময় অত্যাবশ্যকীয় ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান ব্যতিত অন্যান্য ভারী যানবাহন চলাচল উৎস স্থল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে যানজট প্রকট হবে;
- সড়কে ফিটনেসবিহীন গাড়ির আধিক্য বৃদ্ধি;
- মহাসড়কে থ্রি-হুইলারসহ ব্যাটারিচালিত গাড়ি, ইজিবাইক ইত্যাদি চলাচল করায় যানজট সৃষ্টি হয়;
- গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনগুলোতে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা কম;
- ঢাকা -আরিচা রোডের ন্যয় ঢাকা- চট্রগ্রাম মহাসড়কে একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ;
- ফৌজদারহাট হতে চট্রগ্রাম বন্দর পর্যন্ত মহাসড়কের ডিভাইডার নির্মাণ;
- ব্রাহ্মনবাড়িয়াতে একটি ওজন স্টেশন স্থাপন করা।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-10

১২। সভায় উপরোক্ত সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

| ক্রম | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|
| ১. | মহাসড়কের সকল ধরণের মেরামত/সংস্কার কাজ আগামী ০৮-০৬-২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে; | প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর |
| ২. | ঈদের ৩দিন পূর্বে থেকেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (রপ্তানীযোগ্য গার্মেন্টস সামগ্রী, ঔষধ, পচনশীল দব্য ইত্যাদি) পরিবহন যান ব্যতীত অন্যান্য ভারী পরিবহন যান রাস্তায় চলাচল বন্ধ থাকবে। বিজেএমই/বিকেএমই গার্মেন্টস পণ্য পরিবহনে প্রয়োজনে ট্রাক/ কাভার্ডভ্যানের সামনে যথোপযুক্ত স্টিকার ব্যবহার করবে; | বিজেএমই/বিকেএমই/প পরিবহন মালিক সমিতি/ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন |
| ৩. | ঈদের পূর্বে ৪(চার) দিন ও পরে ৪ (চার) দিন মহাসড়কের সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে; | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ |
| ৪. | গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনে আইপি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল মনিটরিং করতে হবে; | জেলা পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ |
| ৫. | গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তার জন্য আনসার নিয়োগ করা হবে; | জননিরাপত্তা বিভাগ |
| ৬. | ঈদের পূর্বে সড়ক/মহাসড়কের পাশে সার্বক্ষনিকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; | হাইওয়ে/জেলা পুলিশ/ সওজ অধিদপ্তর |
| ৭. | নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই মহাসড়কে উল্টো পথে গাড়ী চলাচল এবং থ্রি-হুইলার চলতে দেয়া যাবে না; | বিআরটিএ/জেলা প্রশাসক/ সিটি কর্পোরেশন/জেলা পুলিশ/ হাইওয়ে পুলিশ |
| ৮. | জেলা পুলিশ, জেলা প্রশাসন তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে তারা সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে করণীয় নির্ধারণ করবেন; | জেলা পুলিশ/জেলা প্রশাসন |
| ৯. | আসন্ন ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহায় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানায় কর্মরত গার্মেন্টস কর্মীদের একই দিন ছুটি প্রদান না করে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ছুটি ঘোষণা করতে হবে; | বিজেএমই/বিকেএমইে/ এফবিসিসিআই |
| ১০. | পরিবহন শ্রমিকদের নির্ধারিত টোলের সমপরিমান টাকা ভাংতি সহ বুথে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে; | বিআরটিএ |
| ১১. | পরিবহন মালিক-শ্রমিকরা তাদের যানবাহনে কোন প্রকার মাদক পরিবহন করবেন না। এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। | বিআরটিএ/পরিবহন মালিক সমিতি/জেলা প্রশাসন/জেলা পুলিশ |

১৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ওবায়দুল কাদের এমপি)
মন্ত্রী

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-10

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.৩৭.০০৬.১৪-২৯৫ তারিখ: ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
৫. অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬. বিভিাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
৭. চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৮. যুগ্মসচিব, নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯. ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম
১০. ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
১১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা জোন
১৩. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষীপুর
১৪. পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষীপুর
১৫. পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশ-৩, চট্টগ্রাম
১৬. মেয়র, ফেনী পৌরসভা
১৭. উপজেলা চেয়ারম্যান, ফেনী সদর, ফেনী
১৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), চট্টগ্রাম/নোয়াখালী সড়ক সার্কেল
১৯. সভাপতি, চিটাগাং চেম্বর অব কমার্স এন্ড ইন্ডষ্ট্রিজ, চট্টগ্রাম
২০. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট ইউনিট, ফতেহপুর নির্মাণাধীন ওভারপাস প্রকল্প, ফেনী
২১. পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
২২. খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১, রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
২৩. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডাঃ, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রেগনাম রিসোর্সেস লিঃ, অপারেটর বড় দরগারহাট, ওজনস্কেল, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
২৫. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষীপুর
২৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চৌদ্দগ্রাম/মিরসরাই/সীতাকুন্ড/ফেনী সদর
২৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম/মিরসরাই/সীতাকুন্ড
২৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হাইওয়ে পুলিশ, মহিপাল/বার আওলিয়া/হাইওয়ে থানা
২৯. জনাব হোসেন আহম্মেদ মজুমদার, সমন্বয়ক, বাংলাদেশ ট্রাক, কভার্ডভ্যান ট্যাংক-লরী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, ২৩৫ মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা
৩০. চৌধুরী জাফর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, আন্তঃজেলা মালামাল পরিবহন, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি
৩১. জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক, কার্যকরী সভাপতি, প্রাইম মুভার
৩২. জনাব শফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি
৩৩. জনাব গোলাম নবী, সভাপতি, সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
৩৪. জনাব জহুর আহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্দর বাস ট্রাক এন্ড কন্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন

০৬/০৬/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১২২৫

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.৩৭.০০৬.১৪-২৯৫/১(১০) তারিখ: ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৭. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)

০৬/০৬/২০১৮
(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-06-10